ষষ্ঠ অধ্যায়

বহিঃখাত

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, চীন-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্ক, গাজা-ইসরাইল সংঘাত ও দীর্ঘস্থায়ী ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিশ্ব অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছে। সেকারণে, এই বছর বিশ্ব অর্থনীতি নিষেধাজ্ঞার প্রভাব, সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন, জ্বালানি ও খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, বিনিময় হার অবচিতি, সুদের হার বৃদ্ধি এবং ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার জন্য সরবরাহ চেইনের বিঘ্ন এই সমস্যাগুলি মোকাবেলার জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলির প্রভাব পর্যবেক্ষণ করেছে। আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক পূর্বাভাস থাকা সত্ত্বেও বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতি আশ্চর্যজনকভাবে resilient আছে এবং মূল্যস্ফীতি পূর্বের থেকে হ্রাস পাওয়ায় বিশ্ব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ইতিবাচক ধারায় ফিরে আসছে। বৈদেশিক বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্টতা থাকার কারণে বাংলাদেশ উল্লিখিত সকল দিকগুলোর অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক খাত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং বিশেষভাবে বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য এবং এর উপাদানসমূহ, বিনিময় হার এবং রিজার্ভ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর সাথে সংযুক্ত অফিসসমূহের কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশের সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,৪৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ৭,৯৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (গ্রস) ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি শেষে দাঁড়িয়েছে ২৫,৯৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৩২,২৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রিজার্ভের এই পরিমাণ দিয়ে দেশের ৪.২ মাসের আমদানি ব্যয় মিটানো সম্ভব। একই সময়ে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতি হয়েছে ১৩.০৬ শতাংশ। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উদ্ভূত এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে। পাশাপাশি সরকার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, সার্বিক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি, আঞ্চলিক একত্রীকরণ চুক্তি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম মেনে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছে। যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগগুলি স্বল্পমেয়াদি সমন্বয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ সেখানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগগুলি দীর্ঘমেয়াদি ধরনের এবং ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে উত্তরণের পরে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে লক্ষ্য রেখে নেয়া হয়েছে।

বৈশ্বিক বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ ধারা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈশ্বিক বাণিজ্য ভূ-রাজনীতি, কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট অতিমারি, চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, গাজা-ইসরাইল সংঘাত, পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় ব্যাঘাতসহ নানাবিধ প্রতিকূলতার সমন্বয়ে সৃষ্ট বহুমুখী সংকট এর মাধ্যমে বিরূপভাবে প্রভাবিত হয়েছে। অধিকন্তু নিত্যপণ্যের উচ্চ মূল্য, ক্রমবর্ধমান সুদহার ও মন্থর চাহিদার কারণে ২০২৩ সালে মন্দার মুখে পড়েছিল বিশ্ব অর্থনীতি। এ মন্দা পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অধিকাংশ দেশ নীতি সুদের হার বৃদ্ধি করেছে, যা মূলত: ভোক্তা ও ফার্মের ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে। এছাড়া, বহুমুখী সংকটকালে জ্বালানির দাম যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তা উৎপাদন ব্যয়ে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। জ্বালানির উচ্চ মূল্য ও মূল্যস্ফীতির দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সরাসরি পরেছে বাণিজ্য সহায়ক পণ্যের চাহিদা ও উৎপাদনের ওপর। তবে আশা করা যাচ্ছে যে, আগামী দুই বছরে মূল্যস্ফীতির চাপ স্তিমিত হবে ও জনগণের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বাণিজ্যিক পণ্যের উৎপাদন ও চাহিদার প্রবৃদ্ধি হবে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন এর গ্লোবাল ট্রেড আউটলুক, এপ্রিল ২০২৪ অনুযায়ী ২০২৩ সালের বৈশ্বিক বাণিজ্যে সংকোচনের বিপরীতে বিশ্ব পণ্য বাণিজ্যের পরিমাণ আগামী ২০২৪ সালে ২.৬ শতাংশ এবং ২০২৫ সালে ৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। WTO এর ২০২৪ সালের বাণিজ্য পূর্বাভাস অনুযায়ী পণ্য বাণিজ্যে গত দুই বছরের তুলনায় এশিয়া সর্বোচ্চ ২.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে যা বিশ্বে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি। তবে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং অনিশ্চিত নীতি কৌশল বৈশ্বিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধির পুনরুদ্ধারে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আইএমএফ এর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক এপ্রিল ২০২৪ অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী পণ্য ও সেবা বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি ২০২৩ সালে ছিল ০.৩ শতাংশ যা ২০২৪ এ ৩.০ শতাংশে এবং ২০২৫-এ ৩.৩ শতাংশে উন্নীত হবে। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর ক্ষেত্রে,

বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি ২০২৩ সালে ছিল ০.৯ শতাংশ যা ২০২৪ সালে ২.৫ শতাংশে এবং ২০২৫ সালে ২.৯ শতাংশে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর জন্য, বাণিজ্যের এই প্রবৃদ্ধি ২০২৩ সালে ছিল ঋণাত্মক (-০.১%) যা ২০২৪ সালে ৩.৭ শতাংশ এবং ২০২৫ সালে ৩.৯ শতাংশে উন্নীত হবে।

চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য উত্তেজনা, চলমান গাজা-ইসরাইল সংঘাত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ তৈরি করার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিকভাবে একত্রীকরণের ধারা থেকে বিপরীতমুখী ভূ-অর্থনৈতিক বিভাজন তৈরি করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। এই বিভাজন পুঁজি, শ্রমিক এবং বৈদেশিক লেনদেন এর আন্তঃসীমান্ত চলাচলের বিধিনিষেধকে আরও তীব্র করতে পারে এবং বিশ্বব্যাপী গণপণ্য সরবরাহে বহুপাক্ষিক সহযোগিতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৪-এ উল্লেখ করা হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক পূর্বাভাস থাকা সত্ত্বেও বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতি আশ্চর্যজনকভাবে resilient আছে এবং মূল্যস্ফীতি পূর্বের থেকে হ্রাস পাওয়ায় ধীর স্থিরভাবে বিশ্ব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ইতিবাচক ধারায় ফিরে আসছে। এ কারণে, আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৪, বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কঠোর মুদ্রানীতি প্রণয়ন, সরকারি ঋণ ও ব্যয় কমানো এবং উচ্চ কর ইত্যাদির গুরুত্বারোপ করেছে। বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির ধারা সারণি ৬.১ এ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৬.১: বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির গতিধারা

(শতকরা হারে)

	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
বিশ্ববাণিজ্য (পণ্য ও সেবা)	৫.৪	০.৩	৩.০	৩.৩
উন্নত অর্থনীতি	৬.৬	০.৯	২.৫	২.৯
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৩.৪	-০.১	৩.৭	৩.৯

উৎস: আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক এপ্রিল ২০২৪

বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি

পণ্যভিত্তিক রপ্তানি আয়

২০২৩-২৪ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) মোট ৩৮,৪৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় অর্জিত হয় যা পূর্ববর্তী অর্থবছর ২০২২-২৩ এর একই সময়কালের (৩৭,০৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) তুলনায় ৩.৭১ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে নিটওয়্যার, হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদির উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। আলোচ্য সময়ে মোট রপ্তানি আয়ে তৈরি পোশাক (ওভেন) ও নিটওয়্যার খাতের সম্মিলিত অবদান হচ্ছে ৮৫.৪৫ শতাংশ। তাছাড়া, পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য (২১.০৫%), রাসায়নিক দ্রব্য (১২.৩৮%), জুতা (৮.৬০%), চামড়া (৩.৪৯%) এবং অন্যান্য শিল্প পণ্যের (২৭.৭৭%) রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, হিমায়িত খাদ্য, পেট্রোলিয়াম পণ্য, কাঁচাপাট, তৈরি পোশাক, প্রকৌশল দ্রব্যের রপ্তানি আয় হ্রাস পায়। ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত পণ্যভিত্তিক রপ্তানি আয়, শতকরা অংশ ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি সারণি ৬.২-এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.২: পণ্যভিত্তিক রপ্তানি আয়ের শতকরা অবদান ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি

গ্রুপ ভিত্তিক পণ্য	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)				মোট রপ্তানির শতকরা হার		রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (%)
	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২২-২৩*	২০২৩-২৪*	২০২২-২৩*	২০২৩-২৪*	
ক। প্রাথমিক পণ্য	**১৯১১**	**১৪৬৯**	**১০৬৩**	**১০১১**	**২.৯**	**২.৬৩**	**-৪.৮৯**
১। কাঁচাপাট	২১৬	২০৪	১৩০	১০০	০.৩৫	০.২৬	-২৩.০৮
২। চা	২	২	১	৩	০.০০	০.০১	২০০.০০
৩। হিমায়িত খাদ্য	৫৩৩	৪২২	৩১৯	২৭৪	০.৯০	০.৭১	-১৪.১১
৪। কৃষিজাত পণ্য	৫০২	৪৬৮	৫৩৭	৫৩৫	১.৪৫	১.৩৯	-০.৩৭
৫। অন্যান্য প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	৬৫৮	৩৭৩	৭৬	৯৯	০.২০	০.২৬	৩০.২৬
খ। শিল্পজাত পণ্য	**৫০১৭২**	**৫৪০৯০**	**৩৬০১৫**	**৩৭৪৪১**	**৯৭.১**	**৯৭.৩৭**	**৩.৯৬**
৬। পাটজাত পণ্য	৯১১	৭০৮	৪৮০	৪৮২	১.২৯	১.২৫	০.৪২
৭। চামড়া	১৫১	১২৩	৮৬	৮৯	০.২৩	০.২৩	৩.৪৯

গ্রুপ ভিত্তিক পণ্য	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)				মোট রপ্তানির শতকরা হার		রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (%)
	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২২-২৩*	২০২৩-২৪*	২০২২-২৩*	২০২৩-২৪*	
৮। পেট্রোলিয়াম পণ্য	৩৪	১৮	১২	৮	০.০৩	০.০২	-৩৩.৩৩
৯। তৈরি পোশাক (ওভেন)	১৯৩৯৯	২১২৫৩	১৪৩০২	১৪২৬৪	৩৮.৫৭	৩৭.১০	-০.২৭
১০। নিটওয়্যার	২৩২১৪	২৫৭৩৮	১৭০৬০	১৮৫৯২	৪৬.০১	৪৮.৩৫	৮.৯৮
১১। রাসায়নিক দ্রব্য	৩৬৪	৩০৩	২০২	২২৭	০.৫৪	০.৫৯	১২.৩৮
১২। জুতা	৪৪৯	৪৭৯	৩১৪	৩৪১	০.৮৪	০.৮৯	৮.৬০
১৩। হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য	৪৩	৩০	১৯	২৩	০.০৫	০.০৬	২১.০৫
১৪। প্রকৌশল দ্রব্য	৭৯৬	৫৮৬	৩৪৯	৩৩৮	০.৯৪	০.৮৮	-৩.১৫
১৫। অন্যান্য শিল্প পণ্য	৪৮১১	৪৮৫২	৩১৯১	৪০৭৭	৮.৬০	১০.৬০	২৭.৭৭
মোট রপ্তানি	**৫২০৮৩**	**৫৫৫৫৯**	**৩৭০৭৮**	**৩৮৪৫২**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**৩.৭১**

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এর তথ্য ব্যবহার করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংকলিত # কাস্টমসভিত্তিক *জুলাই-ফেব্রুয়ারি

দেশভিত্তিক রপ্তানি

দেশভিত্তিক রপ্তানি উপাত্তে দেখা যায় যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছর এর জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে বাংলাদেশি পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি। আলোচ্য সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে যথাক্রমে ৬,১০৩.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৪,৩১২.১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা দেশের মোট রপ্তানির যথাক্রমে ১৫.৮৭ শতাংশ এবং ১১.২১ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে রপ্তানীকৃত প্রধান প্রধান পণ্যসমূহ হলো- তৈরি পোশাক (ওভেন), নিটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, কাঁকড়া, গৃহস্থালি বস্ত্র ইত্যাদি। দেশভিত্তিক পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য (১০.৫২%) ও ফ্রান্স (৫.৭০%)। দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি ৬.৩-এ দেখানো হলো। উল্লেখ্য, রপ্তানি উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সংযোজনী ৬.১ এ দেয়া হলো।

সারণি ৬.৩: দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	জার্মানি	ফ্রান্স	বেলজিয়াম	ইতালি	নেদারল্যান্ড	কানাডা	জাপান	অন্যান্য	মোট
২০১৩-১৪	৫৫৮৩.৬২	২৯১৭.৭৩	৪৭২০.৪৯	১৬৭৭.৬৭	৯৭০.৫৩	১৩৩২.৩৮	৮৫৮.১৩	১০৯৯.৬৩	৮৬২.০৭	১০১৬৪.৩৭	৩০১৮৬.৬২
২০১৪-১৫	৫৭৮৩.৪৩	৩২০৫.৪৫	৪৭০৫.৩৬	১৭৪৩.৫৪	৯৭৫.১৩	১৩৮২.৩৫	৮৪০.৩৪	১০২৯.১৩	৯১৫.২২	১০৬২৮.৯৯	৩১২০৮.৯৪
২০১৫-১৬	৬২২০.৬৫	৩৮০৯.৭০	৪৯৮৮.০৮	১৮৫২.১৬	১০১৫.৩৩	১৩৮৫.৬৭	৮৪৫.৯২	১১১২.৮৮	১০৭৯.৫৫	১১৯৪৭.২৪	৩৪২৫৭.১৮
২০১৬-১৭	৫৮৪৬.৬৪	৩৫৬৯.২৬	৫৪৭৫.৭৩	১৮৯২.৫৫	৯১৮.৮৫	১৪৬২.৯৫	১০৪৫.৬৯	১০৭৯.১৯	১০১২.৯৮	১২৩৫২.০৬	৩৪৬৫৫.৯০
২০১৭-১৮	৫৯৮৩.৩১	৩৯৮৯.১২	৫৮৯০.৭২	২০০৪.৯৭	৮৭৭.৯০	১৫৫৯.৯২	১২০৫.৩৭	১১১৮.৭২	১১৩১.৯০	১২৯০৬.২৪	৩৬৬৬৮.১৭
২০১৮-১৯	৬৮৭৬.২৯	৪১৬৯.৩১	৬১৭৩.১৬	২২১৭.৫৬	৯৪৬.৯৩	১৬৪৩.১২	১২৭৮.৬৯	১৩৩৯.৮০	১৩৬৫.৭৪	১৪৫২৪.৪৪	৪০৫৩৫.০৪
২০১৯-২০	৫৮৩২.৩৯	৩৪৫৩.৮৮	৫০৯৯.১৯	১৭০৩.৫৮	৭২৩.৪৩	১২৮২.৮১	১০৯৮.৬৮	১০০০.৪৯	১২০০.৭৮	১২২৭৮.৮৬	৩৩৬৭৪.০৯
২০২০-২১	৬৯৭৪.০১	৩৭৫১.২৭	৫৯৫৩.৫১	১৯৬২.১৪	৭০৪.৯৮	১৩০৮.৬২	১২৭৭.৪৪	১১৬৪.০১	১১৮৩.৬৪	১৪৪৭৮.৬৯	৩৮৭৫৮.৩১
২০২১-২২	১০৪১৭.৭২	৪৮২৮.০৮	৭৫৯০.৯৭	২৭১১.০৬	৯০০.০৩	১৭০২.২৯	১৭৭৫.০১	১৫২২.৯৬	১৩৫৩.৮৫	১৯২৮০.৬৯	৫২০৮২.৬৬
২০২২-২৩	৯৭০১.৩৪	৫৩১০.০৯	৭০৭৯.৭৭	৩২৯১.৬৯	৯৪৪.৭৪	২৩৯১.৪৮	২০৮৯.৬৬	১৭২১.৭১	১৯০১.৫৮	২১১২৬.৭০	৫৫৫৫৮.৭৬
২০২২-২৩*	৬৪৩৯.৭৭	৩৫৪৭.৫৫	৪৯০৬.১৩	২১০৭.৬৪	৬৪৪.০৮	১৬২৭.৭৯	১৪২১.৮১	১১০১.৫৬	১২৮৫.৭১	১৩৯৯৫.৬৪	৩৭০৭৭.৬৮
২০২৩-২৪*	৬১০৩.১৮	৪০৪৫.৭৯	৪৩১২.১১	২১৯২.৮২	৫৯৮.২০	১৬২৭.৫৯	১৫৮৭.৬২	১১০১.৯৪	১৩০৮.৮৪	১৫৫৭৪.১২	৩৮৪৫২.২১
শতকরা হার	১৫.৮৭	১০.৫২	১১.২১	৫.৭০	১.৫৬	৪.২৩	৪.১৩	২.৮৭	৩.৪০	৪০.৫০	১০০.০০

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এর তথ্য ব্যবহার করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংকলিত * জুলাই-ফেব্রুয়ারি

পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়

২০২৩-২৪ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৪,১০৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ৫২,১৯০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ১৫.৫ শতাংশ কম। ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তুলনামূলক পরিস্থিতি সারণি ৬.৪ এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৪: পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তুলনামূলক পরিস্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২২-২৩ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি)	২০২৩-২৪ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি)
ক) প্রধান প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	৬৫৪৮	৯৮৮৯	৯৬৯৫	৮৭৪১	৬৪৭৬	৪৭৯২
চাল	২২	৮৫১	৪২৭	৫৭২	৫৩৭	১৩
গম	১৬৫১	১৮৩০	২১৩৫	২০২৮	১২৩৯	১১৪২
তৈলবীজ	১১৮৩	১৪০৬	১৭৫৮	১২৩৯	৮২৯	৭২২
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৭৩১	২৬১৬	৯৩৬	৬২৮	৩৮৩	৬৮১
তুলা	২৯৬১	৩১৮৬	৪৪৩৯	৪২৭৪	৩১৯৪	২২৩৪
খ) প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ	১১১৪৫	১৪১৭৯	২২৩৭৮	১৮৩৫৮	১৩৬৪৩	১০৪১৯
ভোজ্য তৈল	১৬১৭	১৯২৬	২৮৯৩	২৮৯৩	২০৫৬	১৪১০
পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যসামগ্রী	৪৬২৭	৬৩৬৯	৭০৫৭	৫১৪৫	৩৭৪৮	৩২৭১
সার	১০৩৫	১৩৬০	৪৩৯১	৪৯১৩	৪১৮৯	২০৯৪
ক্লিংকার	৮৭৯	১০৪৮	১২২৩	১১৬৪	৭৭২	৬২০
স্টেপল ফাইবার	১০৮৬	১০৪০	১৫৬৯	১৪৪৮	১০০৯	৯৫৭
সূতা	১৯০১	২৪৩৬	৫২৪৫	২৭৯৫	১৮৬৯	২০৬৭
গ) মূলধনী যন্ত্রসামগ্রী	৩৫৮১	৩৮২৫	৫৪৬৩	৪৮৪৭	৩৩৫৮.৪	২৬২১
ঘ) অন্যান্য পণ্য (ইপিজেডসহ)	৩৩৫১১	৩৭৭০২	৫১৬২৬	৪৩১১৬	২৮৭১৩	২৬২৭৬
সর্বমোট (সিআইএফ)	৫৪৭৮৫	৬৫৫৯৫	৮৯১৬২	৭৫০৬২	৫২১৯০	৪৪১০৮
শতকরা পরিবর্তন* (%)	-৮.৬	১৯.৭	৩৫.৯	-১৫.৮	-১০.৩*	-১৫.৫*

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর তথ্য ব্যবহার করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংকলিত। নোট: *পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা পরিবর্তন।

দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

পণ্য আমদানি মূল্যের ভিত্তিতে ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত দেশে আমদানি ক্ষেত্রে চীন শীর্ষে রয়েছে। আলোচ্য সময়ে মোট আমদানি ব্যয়ের শতকরা ২৮.৪৬ ভাগ চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (১৩.৪২%) ও যুক্তরাষ্ট্র (৪.৫১%)। সারণি ৬.৫ এ দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয় পরিস্থিতি দেখানো হলো।

সারণি ৬.৫: দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	ভারত	চীন	সিঙ্গাপুর	জাপান	হংকং	তাইওয়ান	দক্ষিণ কোরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	মালয়েশিয়া	অন্যান্য	মোট
২০১২-১৩	৪৭৭৭	৬৩২৮	১৪২২	১১৮০	৬১২	৭৩৩	১২৯৬	৫৩৮	১৯০৩	১৫২৯৫	৩৪০৮৪
২০১৩-১৪	৫৯৮৫	৭৫৫০	২৪০৭	১২৯১	৭৬২	৮৯৭	১১৮২	৭৯২	২০৮৪	১৭৭৮২	৪০৭৩২
২০১৪-১৫	৫৫৮৮	১১২৬৮	২৮৯৪	১৮১৬	৮৮১	১০৬০	১৪১৭	৮৮০	১৩৬১	১৩৫৩৯	৪০৭০৪
২০১৫-১৬	৫৭২২	১২৫৮২	১২০৩	২০৭৫	৮২৭	১০০৪	১৪১৭	১১৩৪	১১৮৪	১৫৯৭৪	৪৩১২২
২০১৬-১৭	৬৩৩৬	১৩২৯২	২১১৩	২০৩১	৭২৬	৯৯০	১৪৮৩	১৩৫৮	১০৪০	১৭৬৩৬	৪৭০০৫
২০১৭-১৮	৮৯৪১	১৫৯৩৭	২২৫৫	২৪২২	৬৭৬	১১২৯	১৯০৭	২১৬০	১৩৪২	২২০৯৬	৫৮৮৬৫
২০১৮-১৯	৮২৪২	১৭২৬৫	২২৭৪	২২৫৪	৬১৪	১১৭৫	১৬১৮	২৩৭০	১৫২০	২২৫৮৩	৫৯৯১৫
২০১৯-২০	৬৬৬৩	১৪৩৬০	১৮৮৩	২০৯২	৩৮২	১০৮৪	১৫২৫	২৮৩৯	১৬২৩	২২৩৩৪	৫৪৭৮৫
২০২০-২১	১০৩৩৪	১৬৯৭৪	২৪৩৬	২৪৬৮	২৭৫	৯৭১	১৪৩৬	২৩৯৮	১৮০১	২৬৫০২	৬৫৫৯৫
২০২১-২২	১৫১৭৯	২৪২৫৫	৩০৬৬	৩৪০২	৩৩৪	১৪৬৬	২০০৬	৩১৯৩	২৯৬৬	৩৩২৯৫	৮৯১৬২
২০২২-২৩	১০০২১	২১১২৫	২২২৪	২৫৭৪	২৭৩	১২১২	১৫৪৭	২৬০৪	২৪১৯	৩১০৬৩	৭৫০৬২
২০২২-২৩*	৬৫৭১	১৪৩৭৭	১৬২০	১৮৪৯	১৮৭	৮৬১	১০৫৩	১৭৫৩	১৬৯৩	২২২২৬	৫২১৯০
২০২৩-২৪*	৫৯১৮	১২৫৫৩	১৩৮৯	১৩৪৭	১৬৫	৬২৪	৭৫২	১৯৯০	১৪৮২	১৭৮৮৮	৪৪১০৮
শতকরা হার	১৩.৪২	২৮.৪৬	৩.১৫	৩.০৫	০.৩৭	১.৪১	১.৭০	৪.৫১	৩.৩৬	৪০.৫৬	১০০.০০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড *জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

নোট: ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত উপাত্তের ভিত্তি ব্যাংকিং রেকর্ড এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে উপাত্তসমূহ ভিত্তি শুল্ক বিভাগের রেকর্ড।

বাণিজ্য ভারসাম্য

২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত বাণিজ্য ভারসাম্য লেখচিত্র-৬.১ এ দেখানো হলো। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) সময়কালে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাস পেয়ে ৪,৬২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ১৩,৩৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি ছিল।

লেখচিত্র ৬.১: বাণিজ্য ভারসাম্য

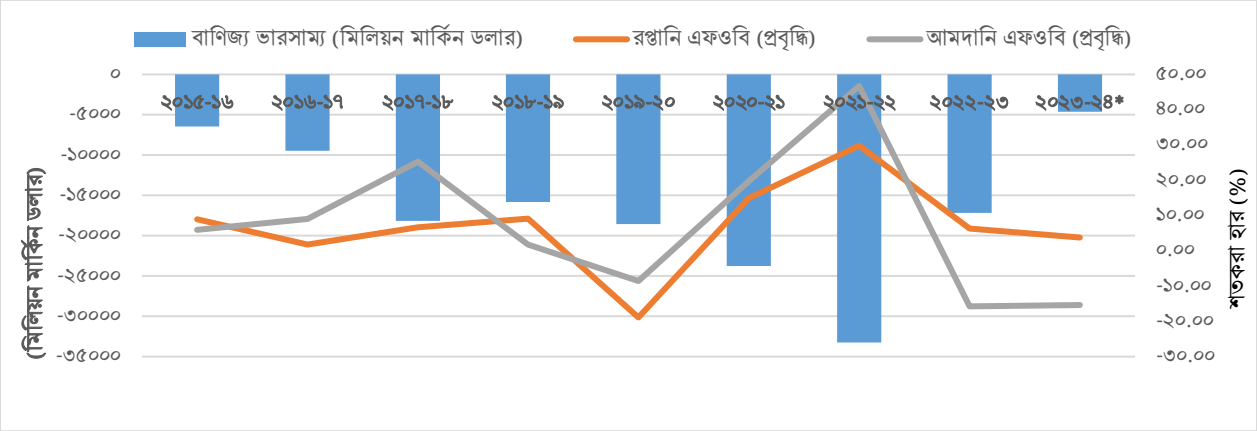

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, *জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

সেবাখাতের বাণিজ্য

২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত, সেবাখাতের বাণিজ্যে নিট ঘাটতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বেড়ে ৩,১৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এ দাঁড়িয়েছে। বিগত বছরগুলেতে পরিবহন, টেলিযোগাযোগ এবং আইসিটি এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক খাত সম্পর্কিত সেবাসমূহ থেকে রপ্তানি আয়ের হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছে। তবে একইসাথে, পরিবহন, ভ্রমণ, অন্যান্য বাণিজ্যিক খাত সম্পর্কিত সেবাসমূহের আমদানিও বেড়েছে, যা এরূপ ঘাটতি তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে। সেবাখাতের বাণিজ্য পরিস্থিতি সারণি ৬.৬ এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৬ থেকে দেখা যায় যে, বিগত বছরগুলিতে সেবাখাতের রপ্তানি থেকে প্রাপ্তির চেয়ে সেবাখাতে আমদানির জন্য বেশি ব্যয়ের কারণে ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। যদিও ঘাটতির পরিমাণ ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে কমতে শুরু করেছিলো। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে করোনা অতিমারির প্রভাব, ইউক্রেন-রাশিয়া সংকট, ইসরাইল-গাজা সংঘাত এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অস্থিরতাকে চিহ্নিত করা যায়। সেবাখাত থেকে রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিবেচনা করে আইসিটি ও সফটওয়্যার খাতে দক্ষতা উন্নয়ন, বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, সেবার গুণগত মানের উন্নয়ন এবং পর্যটন বিকাশকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

সারণি ৬.৬: সেবাখাতের বাণিজ্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

সেবাসমূহ	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২২-২৩*	২০২৩-২৪**
সেবা (নেট)	**-৪২০১**	**-৩১৭৬**	**-২৫৭৮**	**-৩০২০**	**-৩৯৮৭**	**-৪৩৮৪**	**-২৬২৮**	**-৩১৬৭**
মোট প্রাপ্তি	**৪৫৪০**	**৭১৫৪**	**৬৭১৬**	**৭৪৩৯**	**৮৫৩১**	**৬৯৭১**	**৪৮২০**	**৪০৮৯**
১. পরিবহন	৫৮৯	৬৬৩	৫৭৩	৮৫৩	১৭৫৩	৯৭৩	৭২৯	৫৭৮
২. ভ্রমণ	৩৫১	৩৬৮	৩২০	২১৯	৩৫৬	৪৪৮	২৯৬	২৯৭
৩. টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি	৫৩৮	৫৫৭	৪৬৫	৪৩৭	৭৫৫	৬৬৫	৪৫৪	৪২৩
৪.অন্যান্য ব্যবসায়িক সেবা	৫৯৪	৯৮৪	৮৮৪	৯২৩	১১৩১	১১৭৭	৭৭৮	৭৪৯
৫. সরকারি সেবাসমূহ	১৯৯৬	২৮১৭	২৮৮৯	২৬৭৪	২৬৩৫	২০৬৮	১৪০৮	১০৬০
৬. অন্যান্য	৪৭২	১৭৬৫	১৫৮৫	২৩৩৩	১৯০২	১৬৪২	১১৫৬	৯৮৩
মোট পরিশোধ	**৮৭৪১**	**১০৩৩০**	**৯২৯৪**	**১০৪৫৯**	**১২৫১৮**	**১১৩৫৫**	**৭৪৪৭**	**৭২৫৬**
১. পরিবহণ	৫৫২৯	৫৬৩৮	৫২৮৭	৬৩৬৪	৮৬২৯	৭২৬৬	৪৯৭০	৪৫৮৫
২. ভ্রমণ	৮১৫	৮২৩	৭০০	৪২৩	১০১৮	১৫৯২	৯৩২	১০৫১
৩. টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি	৭৮	৯২	১০৫	১০৪	১২৪	১৪২	৯২	৯৭
৪.অন্যান্য ব্যবসায়িক সেবা	৯৯৫	৮৪৭	৭২৮	৬৪১	৮২১	৭৪২	৪৭৪	৫০৯
৫. সরকারি সেবাসমূহ	৩২১	২১৭	২২৫	৫২৪	৪১৪	৩৩০	১৯৪	১৫২
৬. অন্যান্য	১০০৩	২৭১৩	২২৪৯	২৪০৩	১৫১২	১২৮২	৭৮৬	৮৬২

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, * সংশোধিত (জুলাই-ফেব্রুয়ারি।) **জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

প্রাথমিক আয় হিসাব

বিগত বছরগুলিতে প্রাথমিক আয় হিসাবে নেট ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি), এই ঘাটতি ১,০১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বেড়ে ২,৯২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা গত অর্থবছরের এই সময়ে ছিল ১,৯০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

মাধ্যমিক আয় হিসাব

সরকারিভাবে প্রদত্ত খাদ্য ও পণ্য সহায়তা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে সহযোগিতা মাধ্যমিক আয় হিসাবের মূল উৎস। এছাড়া প্রবাসী কর্মীদের পাঠানো রেমিট্যান্স, অন্যান্য উপহার এবং অনুদান এই হিসাবের মধ্যে রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি), ১,০৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নেট বৃদ্ধির ফলে এই হিসাব দাঁড়িয়েছে ১৫,৪৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১৪,৪৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চলতি হিসাবের ভারসাম্য

বর্তমান অর্থবছরে এখন পর্যন্ত রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহ ইতিবাচক ধারায় আছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) সময়ে বাণিজ্য ঘাটতির হ্রাস এবং বৈদেশিক রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধির কারণে চলতি হিসাবের ভারসাম্য ২০২২-২৩ অর্থবছরের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) ঘাটতি ৩,৪৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে উদ্বৃত্ত ৪,৭৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

মূলধন এবং আর্থিক হিসাব

দেশীয় এবং অ-নিবাসীদের মধ্যে অ-উৎপাদিত, অ-আর্থিক সম্পদের স্থানান্তর এবং মূলধন সহায়তা থেকে উদ্ভূত মূলধন হিসাব যা বাংলাদেশ এর প্রেক্ষাপটে খুবই স্বল্প পরিমাণের। প্রধানত: সরকারি প্রকল্প অনুদান (কারিগরি সহায়তা ব্যতীত) আকারে কিছু মূলধন স্থানান্তরকে এই হিসাবের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) অর্থবছরে ১৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের নেট মূলধনের প্রবাহ রেকর্ড করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ২০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

অন্যদিকে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) আর্থিক হিসাব এ ৮,৩৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের নেট ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় যা পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতি ছিল ২,৩২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

২০২৩-২৪ অর্থবছরের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) সময়ে মূলধনী হিসাবের উদ্বৃত্ত হলেও আর্থিক হিসাবে ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৪,৪৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতি ছিল ৭,৯৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ের সামগ্রিক লেনদেন ভারসাম্য সারণি-৬.৭ এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৭: বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২২-২৩*	২০২৩-২৪*
বাণিজ্য ভারসাম্য	-৯৪৭২	-১৮১৭৮	-১৫৮৩৫	-১৮৫৬৯	-২৩৭৭৮	-৩৩২৫০	-১৭১৬৩	-১৩৩৫৯	-৪৬২৪
রপ্তানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	৩৪০১৯	৩৬২৮৫	৩৯৬০৪	৩২১২১	৩৬৯০৩	৪৯২৪৫	৫২৩৩২	৩৪৯৫০	৩৬২৬৫
আমদানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	৪৩৪৯১	৫৪৪৬৩	৫৫৪৩৯	৫০৬৯০	৬০৬৮১	৮২৪৯৫	৬৯৪৯৫	৪৮৩০৯	৪০৮৮৯
সেবা	-৩২৮৮	-৪২০১	-৩১৭৬	-২৫৭৮	-৩০০২	-৩৯৮৭	-৪৩৮৪	-২৬২৭	-৩১৬৭
প্রাথমিক আয়	-১৮৭০	-২৬৪১	-২৩৮২	-৩০৭০	-৩১৭২	-২৭২৬	-৩৪০৭	-১৯০৮	-২৯২২
তন্মধ্যে সরকারের সুদ পরিশোধ	৩৮৪	৫৯৭	৭৫৮.৩	৯৬০	৯০৯	৫১৮	১০৩০	৪৫৪	৯৫৭
মাধ্যমিক আয়	১৩২৯৯	১৫৪৫৩	১৬৯০৩	১৮৭৮২	২৫৩৯৫	২১৭৬৭	২২২৮৯	১৪৪৩৯	১৫৪৭৫
তন্মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থ	১২৭৬৯	১৪৯৮২	১৬৪২০	১৮২০৫	২৪৭৭৮	২১০৩২	২১৬১১	১৪০১৩	১৫০৭৯
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	-১৩৩১	-৯৫৬৭	-৪৪৯০	-৫৪৩৫	-৪৫৭৫	-১৮১৯৬	-২৬৬৫	-৩৪৫৫	৪৭৬২
মূলধনী ও আর্থিক হিসাব									
মূলধনী হিসাব	৪০০	৩৩১	২৩৯	২৫৬	২২১	৬১০	৪৭৫	২০৩	১৯৬

খাতসমূহ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২২-২৩*	২০২৩-২৪*
আর্থিক হিসাব	৪২৪৭	৯০১১	৫১৩০	৮৬৫৪	১৩০৯৩	১৬৬৯১	-২০৭৮	-২৩২৩	-৮৩৬০
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (গ্রস)	৩০৩৮	৩২৯০	৪৯৪৬	৩২৩৩	৩৩৮৭	৪৬৩৬	৪৪২৮	৩০৯২	৩১৪০
পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	৪৫৭	৩৪৯	১৭১	৪৪	-২৬৯	-১৫৮	-৩০	-৪৭	-৭৭
অন্যান্য বিনিয়োগ	২১৩৭	৬৮৮৪	২৩৩১	৭৩৩৯	১২০০৭	১৫০২২	-৩৬৯৭	-৩৩৭৯	-৯৪০১
ভুলভ্রান্তি	-১৪৭	-৬৩২	-৭০০	-৩০৬	৫৩৫	-৫৭৬১	-৩৯৫৪	-২৩৭৪	-১০৩৪
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	৩১৬৯	-৮৫৭	১৭৯	৩১৬৯	৯২৭৪	-৬৬৫৬	-৮২২২	-৭৯৪৯	-৪৪৩৫

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, *জুলাই-ফেব্রুয়ারি ** এই শ্রেণি বিভাগ বিপিএম৬ অনুযায়ী করা হয়েছে

বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

নিত্য প্রয়োজনীয় আমদানি ব্যয় মেটানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ডলার বিক্রয় করে বিধায় বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি (গ্রস) ফেব্রুয়ারি ২০২৪ শেষে হ্রাস পেয়ে ২৫,৯৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় যা ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এ ছিল ৩২,২৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ৩০ জুন ২০১৪ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির (গ্রস) গতিধারা যথাক্রমে সারণি ৬.৮ এবং লেখচিত্র ৬.২ -এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৮: বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি (গ্রস)

তারিখ	বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
৩০.০৬.২০১৪	২১৫৫৮
৩০.০৬.২০১৫	২৫০২৫
৩০.০৬.২০১৬	৩০১৬৮
৩০.০৬.২০১৭	৩৩৪৯৩
৩০.০৬.২০১৮	৩২৯৪৩
৩০.০৬.২০১৯	৩২৭১৭
৩০.০৬.২০২০	৩৬০৩৭
৩০.০৬.২০২১	৪৬৩৯১
৩০.০৬.২০২২	৪১৮২৭
৩০.০৬.২০২৩	৩১২০৩
২৮.০২.২০২৩	৩২২৬৭
২৯.০২.২০২৪	২৫৯৬৭

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৬:২. বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি (গ্রস)

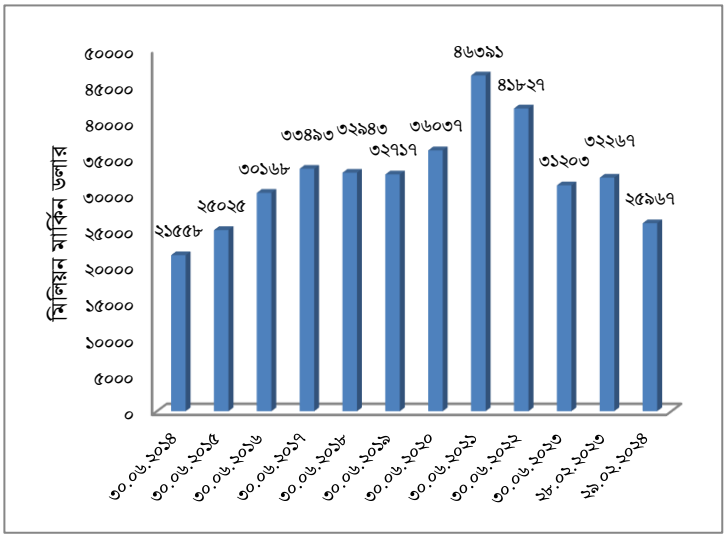

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক। *জুলাই-ফেব্রুয়ারি

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার

বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভারিত গড় বিনিময় হারে ২০২১-২২ অর্থবছর এর তুলনায় মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার ১৫.২৪ শতাংশ অবচিতি হয়। দেশে ২০২২-২৩ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) অর্থবছর এর তুলনায় ২০২৩-২৪ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার ১৩.০৬ শতাংশ অবচিতি হয়েছে। বিগত ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে টাকার ভারিত গড় মূল্যমান ছিল প্রতি মার্কিন ডলারে ৯৯.৪৫ টাকা, যা ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এ ১০৯.৯৬ টাকায় দাঁড়ায়। ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর (জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) সময়কালে ভারিত গড় বিনিময় হার সারণি ৬.৯ এবং লেখচিত্র ৬.৩-এ দেখানো হলো।

উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতির

ক্ষেত্রে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ সংযোজনী ৬.২ এ দেয়া হলো।

সারণি ৬.৯: মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার

অর্থবছর	গড় ভারিত বিনিময় হার (টাকা)
২০১৩-১৪	৭৭.৭২
২০১৪-১৫	৭৭.৬৭
২০১৫-১৬	৭৮.২৬
২০১৬-১৭	৭৯.১২
২০১৭-১৮	৮২.১০
২০১৮-১৯	৮৪.০৩
২০১৯-২০	৮৪.৭৮
২০২০-২১	৮৪.৮১
২০২১-২২	৮৬.৩০
২০২২-২৩	৯৯.৪৫
২০২২-২৩*	৯৭.২৬
২০২৩-২৪*	১০৯.৯৬

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক। *জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

লেখচিত্র ৬.৩: মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার

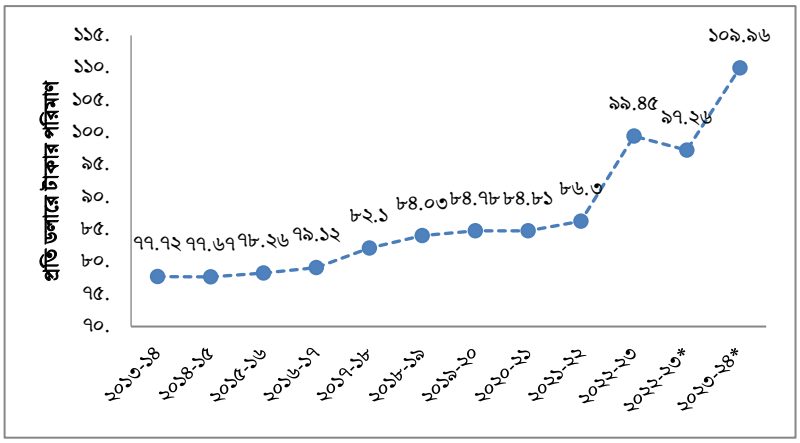

ট্যারিফ ব্যবস্থা (Tariff Regime)

সরকারের আমদানি নীতির সুষম বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্ত ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ মোস্ট ফেভারড নেশন (এম.এফ.এন) ট্যারিফ হার অনুসরণ করে আসছে। নিম্নের সারণিতে ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৬.১০: ট্যারিফ কাঠামো

অর্থবছর	অপারেটিভ ট্যারিফ (%) এর সংখ্যা	সর্বোচ্চ শুল্কহার	অপারেটিভ ট্যারিফ ধাপ
২০০০-০১	০, ৫,১৫,২৫,৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০১-০২	০,৫,১৫,২৫,৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০২-০৩	০,৭.৫,১৫,২২.৫,৩২.৫	৩২.৫	৫
২০০৩-০৪	০,৭.৫,১৫,২২.৫,৩০	৩০	৫
২০০৪-০৫	০,৭.৫,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৫-০৬	০,৭.৫,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৬-০৭	০,৫,১২,২৫	২৫	৪
২০০৭-০৮	০,১০,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৮-০৯	০,৩,৭,১২,২৫	২৫	৫
২০০৯-১০	০,৩,৫,১২,২৫	২৫	৫
২০১০-১১	০,৩,৫,১২,২৫	২৫	৫
২০১১-১২	০, ৩,৫,১২,২৫	২৫	৫
২০১২-১৩	০, ৩,৫,১২,২৫	২৫	৫
২০১৩-১৪	০,৫,১০,২৫	২৫	৪
২০১৪-১৫	০,৫,১০,২৫	২৫	৪
২০১৫-১৬	০,৫,১০, ২৫	২৫	৪
২০১৬-১৭	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬
২০১৭-১৮	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬
২০১৮-১৯	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬
২০১৯-২০	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬
২০২০-২১	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬
২০২১-২২	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬
২০২২-২৩	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

শুল্ক আইনের সিডিউলে বর্ণিত এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পৃথকভাবে শুল্ক আইনের ২০ ধারা অনুসারে প্রয়োগকৃত এম.এফ.এন হারের উপর শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এম.এফ.এন ট্যারিফ হারের উপর ৩ প্রকার রেয়াতি শুল্কহার কার্যকর রয়েছে, যথা: (১) বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক/ আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় আমদানি, (২) রপ্তানিমুখী শিল্পসহ নিবন্ধনকৃত শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি এবং (৩) নির্দিষ্ট কাজের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন: গবাদিপশু ও হাঁসমুরগী, ঔষধ, চামড়া ও বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল আমদানি। বর্তমানে এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি নিম্নলিখিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে:

- রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ;
- নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ;
- ঔষধ শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল;
- টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল;
- কৃষি খাতে ব্যবহৃত উপকরণ;
- কম্পিউটার এবং কম্পিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি;
- চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা উপকরণ;
- সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশকগণ কর্তৃক আমদানিকৃত নিউজ প্রিন্ট;
- কৃষি কাজে ব্যবহার্য কীট নাশক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত কাঁচামাল; এবং
- হাঁস-মুরগী খামার কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ।

ট্যারিফ হ্রাস

দেশীয় শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিশ্বব্যাপী আমদানি শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের আমদানি শুল্কহার হ্রাস করার যে প্রক্রিয়া ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে শুরু করা হয়েছিল তা ২০২২-২৩ সালেও অব্যাহত রয়েছে। আমদানি শুল্কের অভারিত গড় ছিল ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে ৫৭.২২ শতাংশ, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৫.০৯ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে ৯৯.৬৫ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের উপর মূল্যভিত্তিক (Advalorem) শুল্ক আরোপ করা হয়। ০.৩৫ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের বিপরীতে কিছু সংখ্যক পণ্য যেমন: সিমেন্ট ক্লিংকার, বিটুমিন, সোনা, স্টিল প্রডাক্ট এবং পুরাতন জাহাজের উপর বিভিন্ন হারে সুনির্দিষ্ট শুল্ক বলবৎ রয়েছে। আমদানি শুল্কের পাশাপাশি আমদানিতব্য পণ্যের উপরে মূল্য সংযোজন কর, রেগুলেটরি ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক, অগ্রিম আয়কর, অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর আরোপিত রয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের এম.এফ.এন অভারিত গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর সংস্কারের প্রভাব লেখচিত্র ৬.৫ এ দেখানো হলো

লেখচিত্র ৬.৪: এম.এফ.এন গড় আমদানি শুল্কহারের উপর সংস্কারের প্রভাব

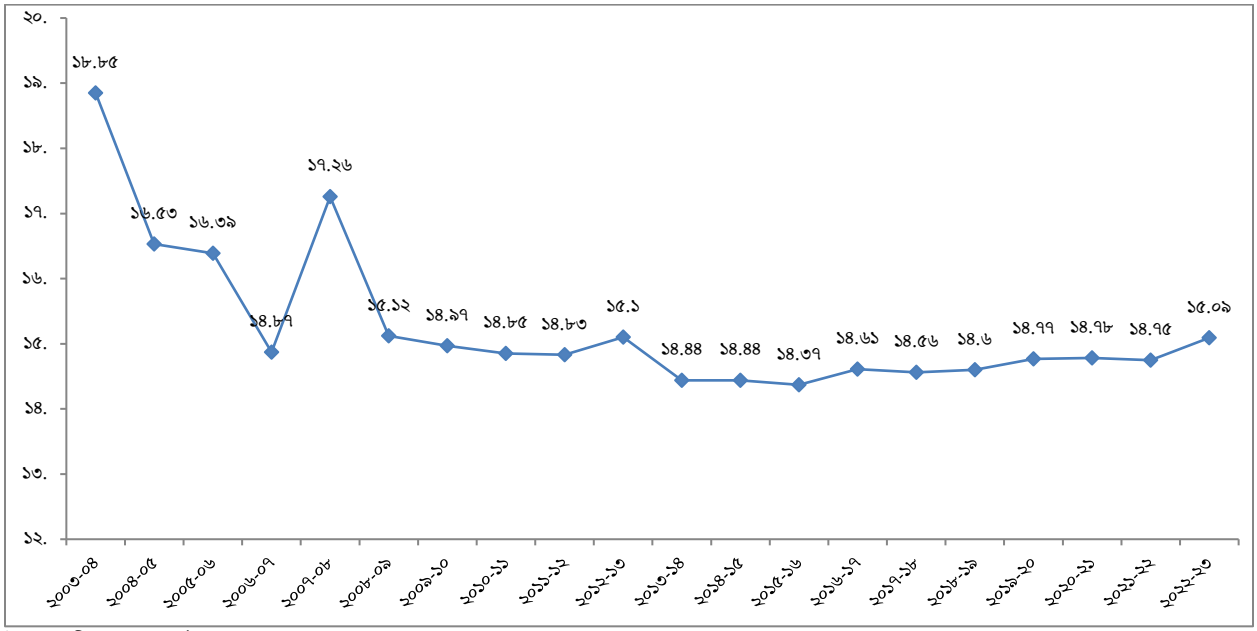

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি/ দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকার/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (PTA/FTA), আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিষয়ে বিস্তারিত সংযোজনী ৬.৩, ৬.৪ এবং ৬.৫ এ দেয়া হলো।

সংযোজনী ৬.১ **সংযোজনী**

রপ্তানি উন্নয়নে গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপ

রপ্তানি উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, এরূপ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

নগদ সহায়তা প্রদান: দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং পণ্য রপ্তানিতে রপ্তানিকারকগণকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং নতুন নতুন পণ্যে এ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ফলে কৃষিজাত পণ্য ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, হিমায়িত চিংড়ি, আলু, হস্তশিল্পজাত পণ্য, পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যসহ বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে ৪৩টি পণ্য ও সেবা খাতে ০.৫ শতাংশ হতে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশ রপ্তানি ক্ষেত্রে তার প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

রপ্তানি পণ্য বহমুখীকরণ: রপ্তানি পণ্য বহমুখীকরণে বর্তমান সরকার নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহকে 'সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত' ও 'বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত' হিসেবে চিহ্নিতকরণ, 'বর্ষ-পণ্য' ঘোষণা এবং এ সকল পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে নিবিড়ভাবে কাজ করা ও বিশেষ সুবিধাদি দেয়া। 'পাদুকাসহ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য' কে বর্ষপণ্য ২০১৭, 'কাঁচামালসহ ঔষধ' কে বর্ষপণ্য- ২০১৮, 'কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য' কে বর্ষপণ্য-২০১৯, 'লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যকে বর্ষপণ্য-২০২০', 'আইসিটি পণ্য ও সেবা' কে বর্ষপণ্য-২০২২ এবং 'পাটজাত পণ্য'কে বর্ষপণ্য-২০২৩ ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সাথে এসব খাতের উন্নয়নে আর্থিক প্রণোদনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, খাতভিত্তিক রপ্তানি উৎসাহিতকরণে সংশ্লিষ্ট খাতে স্বতন্ত্র নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে।

Active Pharmaceutical Ingredient: স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ডব্লিউটিও TRIPS চুক্তির অধীন ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যে ৩১ ডিসেম্বর ২০৩২ পর্যন্ত পেটেন্ট ওয়েভার দেওয়ায় পেটেন্ট ওয়েভার সুবিধা কাজে লাগিয়ে ঔষধ রপ্তানিতে বাংলাদেশের প্রভূত উন্নতি লাভ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের নিজস্ব এপিআই (Active Pharmaceutical Ingredient) না থাকায় ঔষধ উৎপাদনে ব্যবহৃত এপিআই এর প্রায় ৯৫ শতাংশ আমদানি করতে হয়। আমদানি নির্ভর কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে আমাদের ঔষধ শিল্প টেকসই হবে না। অন্যদিকে, ওয়েভার সুবিধার পরিসমাপ্তিতে ঔষধের মূল্য বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য দেশীয়ভাবে ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন করা আবশ্যক। এছাড়া, যে সকল উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশকে নিজ দেশে পেটেন্টেড ঔষধের মলিকুল (এপিআই) তৈরিতে রাইট হোল্ডারকে রেমুনারেশন দিতে হয়, তারা ট্রিপস্ ওয়েভার সুবিধা নেওয়ার জন্য বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে। এ প্রেক্ষাপটে এপিআই খাতে টেকসই শিল্পায়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি বহমুখীকরণ এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃজনের নিমিত্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক "জাতীয় এপিআই (Active Pharmaceutical Ingredient) ও ল্যাবরেটরি বিকারক (Reagents) উৎপাদন ও রপ্তানি নীতি" প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে নীতিটি বাস্তবায়নে কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে।

রপ্তানি বাজার বহমুখীকরণ: পণ্য বহমুখীকরণের পাশাপাশি বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ সালে এরূপ ১১টি এবং ২০২২-২৩ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) অর্থবছরে ১৬টি বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ ছিল। দ্বিতীয়ত, রপ্তানি বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার জন্য এবং জাতীয় রপ্তানিকারকদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য, সরকার ২০১৪ সাল থেকে প্রতি বছর সিআইপি (বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি) (রপ্তানি) ঘোষণা করা শুরু করে। এ পর্যন্ত, সরকার ইতিমধ্যে ১০৬৬টি সিআইপি (রপ্তানি) কার্ড হস্তান্তর করেছে। এছাড়া, ২০১৩-১৪ সাল থেকে অসামান্য অবদানের জন্য রপ্তানিকারকদের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৫৩২ জন রপ্তানিকারক জাতীয় রপ্তানি ট্রফি পেয়েছেন। এছাড়া, ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭৭ জন রপ্তানিকারককে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদানের লক্ষ্যে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।

বাণিজ্যিক উইং স্থাপন: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে বাণিজ্যিক উইং রপ্তানি প্রসারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া, যে সকল মিশনে বাণিজ্যিক উইং নাই সেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রোণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে বাণিজ্যিক বিষয়াবলি দেখাশুনার দায়িত্ব প্রদানের অনুরোধ জানানোসহ সার্বিক কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। বর্তমানে রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণে ২০টি দেশে মোট ২৩টি কমার্শিয়াল উইং কাজ করছে। এছাড়াও ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়ায় বাণিজ্যিক উইং স্থাপনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সানুগ্রহ অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং আঙ্কারা ও ব্যাংককে বাণিজ্যিক উইং সৃজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সংযোজনী ৬.২
২০২৩-২৪ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ

বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থা সহজীকরণের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

- **বিলম্বে মূল্য পরিশোধ ব্যবস্থায় আমদানি মূল্য পরিশোধের সুযোগ প্রদান-** নিজস্ব শিল্পে ব্যবহারের জন্য কাঁচামাল আমদানিতে ৩৬০ দিন বিলম্বে মূল্য পরিশোধ ব্যবস্থায় ঋণপত্র স্থাপনের প্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে যার ফলে শিল্প উৎপাদনে মেশিনারি ও কাঁচামাল সংগ্রহে সহজ অর্থায়ন সম্ভবপর হবে।
- **বৈদেশিক মুদ্রায় সুদের হার নির্ধারণের মানদণ্ড/বেঞ্চমার্ক নির্ধারণ**- বৈদেশিক মুদ্রায় সুদের হার নির্ধারণের মানদণ্ড/বেঞ্চমার্ক হিসেবে বিশ্বব্যাপী LIBOR ব্যবস্থা প্রত্যাহারের পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের সুদের হার নির্ধারণে বেঞ্চমার্ক রেট হিসাবে LIBOR এর পরিবর্তে SOFR প্রবর্তন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অর্থায়ন সহজতর করার লক্ষ্যে ও বৈদেশিক মুদ্রা বাজার এর বর্তমান গতিবিধি বিবেচনায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন গ্রহণের সমুদয় খরচের (All-in-cost) সর্বোচ্চ সীমা ৪ শতাংশ over benchmark rate নির্ধারণ করা হয়েছে।
- **বিলম্বে মূল্য পরিশোধ ব্যবস্থায় নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য আমদানিকরণ-** নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য বাজারে সরবরাহ সুসংহত রাখার লক্ষ্যে রমজান মাসে নিত্য প্রয়োজনীয় (খাদ্যপণ্য, ভোজ্যতেল, ছোলা, ডাল, মটর, পেঁয়াজ, মসলা, চিনি এবং খেজুর) ৯০ দিন বিলম্বে মূল্য পরিশোধ ব্যবস্থায় স্থাপিত ঋণপত্রের মাধ্যমে দেশে আনয়নের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- **দেশে বৈদেশিক মুদ্রার আন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধির নিমিত্ত অফশোর ব্যাংকিং অপারেশন এ নিবাসী বাংলাদেশি এবং অন্যান্যদের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব খোলার সুযোগ প্রদান-** বিদেশি নাগরিক, বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নামে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব পরিচালনার পাশাপাশি নিবাসী বাংলাদেশি ব্যক্তি এবং ইপিজেড, পিইপিজেড, অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং হাইটেক পার্কসমূহ ও অন্যান্য অনুমোদিত বিশেষায়িত অঞ্চলে পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে কোনো অনিবাসীর পক্ষে আন্তর্জাতিক ব্যাংক হিসাব শিরোনামে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব পরিচালনা করার সুযোগ প্রদান করা হয়। যে কোনো অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রায় এই হিসাব পরিচালনা করা যাবে। এ হিসাবের আমানতের বিপরীতে মুদ্রাভেদে রেফারেন্স রেটের অতিরিক্ত ১.৫ শতাংশ হতে ৩.২৫ শতাংশ পর্যন্ত সুদ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। প্রয়োজনীয় পরিশোধ ও বিনিয়োগের লক্ষ্যে উক্ত হিসাবের স্থিতি অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং ইউনিটে স্থানান্তরেরও বিধান রাখা হয়েছে।
- **অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটের কার্যক্রম সহজীকরণের লক্ষ্যে অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রমের বিধিবিধান শিথিলিকরণ-** অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে CRR সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। একই সাথে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট হতে অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং ইউনিটে নির্দিষ্ট হারের পরিবর্তে অবাধে ফান্ড স্থানান্তরেরও সুযোগ প্রদান করা হয়।

সংযোজনী ৬.৩

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি/ দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকার/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (PTA/FTA)

ক. অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি

গত ৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ভুটানকে ১৬টি পণ্যে ট্যারিফ ও প্যারা-ট্যারিফ (সম্পূরক শুল্ক ও রেগুলেটরি ডিউটি) এর ওপর ১০০% মার্জিন অব প্রেফেরেন্স MoP প্রদান করবে। অন্যদিকে ভুটান বাংলাদেশকে ১০টি পণ্যে ট্যারিফ ও প্যারা-ট্যারিফ এর ওপর ১০০% MoP প্রদান করবে। উপরন্তু, ভুটানের যে ১৮টি পণ্য বাংলাদেশের বাজারে ইতোমধ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছে এবং বাংলাদেশের যে ৯০টি পণ্য ভুটানের বাজারে ইতোমধ্যে শুল্কমুক সুবিধা পাচ্ছে, সে সকল পণ্য কাস্টমস পয়েন্টে আদায়কৃত আমদানি শুল্ক ও অন্যান্য করসমূহ বা চার্জসমূহ প্রদান করা হতে বিশেষ অব্যাহতি পাবে, যে সুবিধা এ চুক্তির পূর্বেই প্রদান করা হয়েছিল। শ্রীলংকার সাথে একটি দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে আলোচনা চলমান রয়েছে। এছাড়া, ইন্দোনেশিয়া ও নেপালের সাথে দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সাথে আলোচনা শুরু রয়েছে।

খ. মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি

বাংলাদেশের সাথে এ পর্যন্ত কোন দেশের দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত এফটিএ পলিসি গাইডলাইনস্-২০১০ এর আলোকে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বিভিন্ন দেশের সাথে এফটিএ গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই করছে। ইতোমধ্যে চীনের সাথে দ্বিপাক্ষিক এফটিএ গঠনের লক্ষ্যে দুই দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়েছে। এছাড়া জাপানের সাথে দ্বিপাক্ষিক এফটিএ গঠনের লক্ষ্যে দুই দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়েছে। ভারতের সাথে একটি কম্প্রিহেনসিভ ইকনোমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট (CEPA) সম্পাদনের লক্ষ্যে যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। উপরন্তু, কানাডা, জাপান, মালয়েশিয়া, চীন, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, নাইজেরিয়া, মালি, মেসিডোনিয়া, মরিশাস, জর্ডান, জিসিসি, থাইল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফিলিপাইন-দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ)/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে।

গ. দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (Bilateral Trade Agreement)

বাংলাদেশে অদ্যাবধি চল্লিশের অধিক দেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এসব বাণিজ্য চুক্তি মূলত: কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সৌজন্যমূলক চুক্তি। সাধারণভাবে এসব চুক্তিতে কোন বাণিজ্য সুবিধা বিনিময়ের ব্যবস্থা নেই। তবে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন ও উন্নয়নে এবং বাণিজ্য সহজীকরণে এসব চুক্তি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড ও ভুটানের সাথে বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের বৈঠক চলমান রয়েছে।

ঘ. ভারতের সাথে Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) সম্পাদন:

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ১৯৭২ সালে স্বাক্ষরিত হয় যা কিছুটা সংশোধন/পরিমার্জনের পর ২০১৫ সালে নবায়ন করা হয়েছে। SAFTA ও APTA এর সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ভারতের বাজারে স্বল্পোন্নত দেশের জন্য প্রদত্ত শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা পাচ্ছে। ২০১৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য সচিব পর্যায়ে সভায় উভয় দেশের বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয় অর্থাৎ পণ্য, সেবা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক সহযোগিতার অভিপ্রায়ে একটি Comprehensive economic Partnership Agreement (CEPA) স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা পরবর্তীতে ২০১৯ সালের অক্টোবরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে আলোচিত হয়। সে মোতাবেক উভয় পক্ষ যৌথ সম্ভাব্যতা যাচাই করে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে শীঘ্রই CEPA negotiation শুরু করা হবে।

সংযোজনী ৬.৪
আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি

ক. দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (SAFTA)

দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে ২০০৬ সালের ১ জুলাই থেকে সার্কভুক্ত দেশসমূহের সমন্বয়ে গঠিত দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি South Asian Free Trade Area (SAFTA) কার্যকর হয়। SAFTA-এর আওতায় সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অশুল্ক বাধা দূরীকরণসহ সেনসিটিভ লিস্টের পণ্য তালিকা এবং শুল্ক হ্রাসকরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সর্বশেষ, সদস্য দেশসমূহ তাদের সেনসিটিভ লিস্ট দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০ শতাংশ হ্রাস করেছে, যা ১ জানুয়ারি ২০১২ থেকে কার্যকর হয়েছে। এছাড়া, ভারত বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ২৫টি পণ্য ছাড়া বাকি সব পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুবিধা প্রদান করেছে। ফলে ভারতসহ সার্কভুক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিস্টে পণ্যের সংখ্যা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য ৯৮৭টি এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য ৯৯৩টি। SAFTA-এর আওতায় তৃতীয় পর্যায়ে সদস্য দেশসমূহের সেনসিটিভ লিস্ট আরও কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।

(খ) সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (SATIS)

২৯ এপ্রিল ২০১০ তারিখে ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে অনুষ্ঠিত ১৬তম সার্ক সামিটে সার্ক সদস্য দেশসমূহের অংশগ্রহণে সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (SATIS) স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশসহ সদস্য দেশসমূহ এ চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে প্রাথমিক অফার লিস্ট ও রিকোয়েস্ট লিস্ট বিনিময় করেছে। বাংলাদেশ সাটিস এর সদস্য দেশসমূহের নিকট ১০টি সার্ভিস সেক্টর উন্মুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে এবং ২টি সার্ভিস সেক্টরে অফার দিয়ে (টেলিকম ও ট্যুরিজম) এ সংক্রান্ত শিডিউল অব কমিটমেন্টস্ ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। সদস্য দেশসমূহের শিডিউল অব কমিটমেন্টস চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন অব্যাহত আছে। চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে সেবা খাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ এ খাতে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

(গ) বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন (BIMSTEC):

বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন (BIMSTEC) বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, নেপাল এবং ভুটানের সমন্বয়ে গঠিত একটি আঞ্চলিক সংগঠন। এ জোটের আওতায় বিমসটেক এফটিএ গঠনের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এ একটি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। এ ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট এ (১) পণ্য বাণিজ্য, (২) সেবাখাতের বাণিজ্য এবং (৩) বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পণ্য বাণিজ্য চুক্তিটি প্রায় চূড়ান্ত হলেও সেবাখাতে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের ওপর আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। চুক্তিতে ১৪টি সেক্টর/সাব-সেক্টর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যথা: (১) ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট (২) টেকনোলজি (৩) এনার্জি (৪) ট্রান্সপোর্ট এন্ড কমিউনিকেশন (৫) ট্যুরিজম (৬) ফিশারি (৭) এগ্রিকালচার (৮) কালচারাল অপারেশন (৯) এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট (১০) পাবলিক হেলথ (১১) পিপল টু পিপল কন্ট্যাক্ট (১২) পোভার্টি অ্যালিভিয়েশন (১৩) কাউন্টার টেরোরিজম এবং ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম এবং (১৪) জলবায়ু পরিবর্তন। ১০-১১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলাদেশের আয়োজনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বিমসটেক এর রুলস অব অরিজিন সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের ২০তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, ১৮-১৯ অক্টোবর ২০২২ বিমসটেক–এর রুলস অব অরিজিন সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের ২১ তম সভা ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। অধিকন্তু, ৩০ মার্চ ২০২২ তারিখে শ্রীলংকার কলম্বোতে বিমসটেক এর ৫ম সামিট অনুষ্ঠিত হয়।

(ঘ) এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (APTA):

১৯৭৫ সালে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের কয়েকটি দেশের সমন্বয়ে এ অঞ্চলের সর্বপ্রথম প্রাধিকারমূলক (preferential) বাণিজ্য চুক্তি 'Bangkok Agreement' স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে Bangkok Agreement পুনর্গঠন করে 'Asia-Pacific Trade Agreement (APTA)' স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো পারস্পরিক বাণিজ্য উদারীকরণের মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি। APTA-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬টি দেশ, যথা: বাংলাদেশ, ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলংকা এবং লাওস। বাংলাদেশ এই আঞ্চলিক জোটের প্রতিষ্ঠাতা

সদস্য। APTA-এর আওতায় ৩য় রাউন্ড নেগোসিয়েশন ২০০৬ সালে সম্পন্ন হয়েছে যা এখনো কার্যকর আছে। ইতোমধ্যে APTA-এর আওতায় ৪র্থ রাউন্ড নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়েছে যা গত ১৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মিনিস্টিরিয়াল কাউন্সিলে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়েছে। ৪র্থ রাউন্ড নেগোসিয়েশনের আওতায় শুল্ক সুবিধা প্রাপ্ত পণ্য সংখ্যা ৪,৬৪৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০,৬৭৭-এ উন্নীত হবে, যা বাস্তবায়িত হলে APTA-এর সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহে উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং SDG অর্জনে সহায়ক হবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে APTA-এর সদস্য দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য অধিকতর শুল্ক সুবিধা এবং market access পাবে যার ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে। ট্যারিফ কনসেশন ছাড়াও APTA-এর আওতায় Trade Facilitation, Investment Protection এবং Liberalization of Trade in Services বিষয়ে ৩টি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তিগুলো বাস্তবায়িত হলে APTA-এর সদস্য দেশসমূহের সাথে সেবা খাতে বাণিজ্য বৃদ্ধিসহ বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

(ঙ) ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি (TPS-OIC):

ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত COMCEC এর ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইসলামি রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (OIC) সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে Framework Agreement on Trade Preferential System among the Member States of the OIC (TPS-OIC) চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। ২০০২ সালে ১০টি OIC ভুক্ত দেশ অনুসমর্থন করার পর Framework Agreement কার্যকর হয়। পরবর্তীতে এর ধারাবাহিকতায় ২টি চুক্তি-The Protocol on Preferential Tariff Scheme (PRETAS) এবং Rules of Origin (RoO) চূড়ান্ত হয়। উক্ত ৩টি চুক্তিতেই বাংলাদেশ স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে। PRETAS এর উদ্দেশ্য হলো এ কর্মপরিকল্পনার আওতাভুক্ত পণ্যসমূহের শুল্ক হ্রাসকরণ, প্যারা ট্যারিফ ও নন ট্যারিফ বাধা দূরীকরণ । স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ শুল্ক হ্রাসকরণ প্রক্রিয়া, প্যারা ট্যারিফ ও নন ট্যারিফ বাধা অপসারণের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ সুবিধা পাবে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে শুল্ক ছাড় অথবা হ্রাসকৃত শুল্কে ওআইসি-ভুক্ত সদস্য দেশসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানির জন্য ৪৭৮টি পণ্যের একটি পণ্যতালিকা ওআইসি সচিবালয়ে প্রেরণ করেছে। ১ জুলাই ২০২২ হতে TPS-OIC কার্যকর হয়েছে এবং বর্তমানে TPS-OIC কার্যকরকারি দেশের সংখ্যা মোট ১৩টি, যথাক্রমে বাংলাদেশ, তুরস্ক, ইরান, মালয়েশিয়া, জর্ডান, মরক্কো, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, বাহরাইন, ওমান এবং কাতার। TPS-OIC কার্যকর হওয়ায় বর্তমানে বাংলাদেশ Rules of Origin-এর ৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজন সুবিধা কাজে লাগিয়ে TPS-OIC কার্যকরকারি অন্যান্য সদস্য দেশে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে সমর্থ হবে।

(চ) উন্নয়নশীল আটটি দেশের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি (D-8 PTA):

১৯৯৭ সালের ১৫ জুন তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ওআইসিভুক্ত আটটি উন্নয়নশীল দেশের সরকারপ্রধানগণ মিলিত হয়ে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি জোট গঠন করে। বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ইরান, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, মিশর ও নাইজেরিয়া এর সমন্বয়ে জোটটি গঠিত হয় যা সংক্ষেপে Developing-8 (D-8) নামে পরিচিত। ১৩ মে ২০০৬ তারিখে ডি-৮ ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে D-8 Preferential Trade Agreement (D-8 PTA) স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২৮ মার্চ ২০০৮ তারিখে Rules of Origin (RoO) স্বাক্ষরিত হয়। ১৭ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ ৪০ শতাংশ মূল্য সংযোজন শর্ত গ্রহণপূর্বক চুক্তিটি অনুসমর্থন করে। এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ৩৫৬টি পণ্যের একটি পণ্য তালিকায় শুল্ক হ্রাস অথবা শুল্ক ছাড় প্রদানের নিমিত্তে ২১ জুলাই ২০২২ তারিখে এসআরও নং ২৫২-আইন/২০২২/১৩৩/কাস্টমস জারি করেছে। এর ফলে বাংলাদেশ চুক্তিটি কার্যকরকারি দেশসমূহে প্রাধিকারমূলক শুল্ক সুবিধায় পণ্য রপ্তানি করতে পারবে। বাংলাদেশ ছাড়াও তুরস্ক, ইরান, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া কাস্টমস নোটিফিকেশন জারির মাধ্যমে চুক্তিটি কার্যকর করায় বাংলাদেশ উক্ত ৪টি দেশে শুল্ক ছাড় অথবা হ্রাসকৃত শুল্কে পণ্য রপ্তানি করতে পারবে।

সংযোজনী ৬.৫
আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক

(ক) বাংলাদেশ-কমনওয়েলথ সম্পর্ক

Commonwealth Trade Ministers Meeting (CTMM) গত ৫-৬ জুন ২০২৩ তারিখে মার্লবরো হাউস, লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কমনওয়েলথভুক্ত ৫৬টি দেশের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। CTMM সভায় মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ বক্তব্য প্রদান করেন। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে "Legal Reform and Digitalisation Working Group" গঠনের এবং "Supporting the Multilateral trading System" এর আওতায় কমনওয়েলথ-এর পক্ষ থেকে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য বহুজাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার (Multilateral Trading System) আওতাধীন বিদ্যমান ও প্রতিশ্রুত বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সহায়তাসমূহ (Trade Support Measures) চলমান রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(খ) বাংলাদেশ - ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাণিজ্য সম্পর্ক

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভুক্ত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অধিকতর বৃদ্ধির লক্ষ্যে Bangladesh-European Union Business Climate Dialogue-এর Dialogue নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এছাড়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশ যৌথ কমিশনের (EU-Bangladesh Joint Commission on Trade and Economic Cooperation) ১০ম সভা গত ২০ মে, ২০২২ তারিখে বেলজিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিদল যোগ দেন।

(গ) Common Fund for Commodities (CFC)

Common Fund for Commodities (CFC) বিশ্বের ১০১টি সদস্য দেশ এবং ৯টি প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে গঠিত একটি আন্তঃসরকারভিত্তিক স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য দেশ হিসেবে সংস্থার নীতি নির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর হতে CFC সদস্য দেশসমূহের পণ্য বাজার উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সহায়ক প্রকল্প ভিত্তিক ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশের অনুকূলে ৯৭,৬৭৫ ইউনিট মূল্যমানের ১২৯ টি শেয়ার বরাদ্দ আছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ১৫০টি মূল ভোটাধিকারসহ অতিরিক্ত ২৭৬টি ভোটাধিকার মিলিয়ে ৪২৬টি ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকে। নেদারল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত জনাব শেখ মোহাম্মদ বেলাল বর্তমানে CFC এর Managing Director পদে ২০২৪-২৮ মেয়াদে ০৪ (চার) বছরের জন্য পুনঃনির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন।

(ঘ) ডব্লিউটিও এবং বাংলাদেশ

ডব্লিউটিও একটি বৈষম্যহীন রুল-বেইজড আন্তর্জাতিক সংস্থা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রণীত সুনির্দিষ্ট এগ্রিমেন্ট ও বিধি-বিধান সমূহ সুষ্ঠভাবে দ্রুততম সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সম্ভবপর করেছে । বাংলাদেশ বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও অনুবিভাগ মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করে। বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক ব্যবস্থার সুবিধা যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও বাণিজ্য সহজীকরণে ডব্লিউটিও অনুবিভাগ নিয়মিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছে। এ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডব্লিউটিও এর বিধি-বিধান বাস্তবায়ন ও প্রতিপালনে সহায়তা প্রদান করা, বাংলাদেশে প্রণীত আইনসমূহ ডব্লিউটিও-এর চুক্তিসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করা, ডব্লিউটিও'র আওতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগানো এবং ডব্লিউটিও সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা। এছাড়া, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করাসহ অধিকতর বাজার সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করা ডব্লিউটিও অনুবিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ।

বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে এবং অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণে বাংলাদেশে গত এক দশক ধরে গড়ে ৬ শতাংশের অধিক হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এই ধারায় বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের সকল প্রযোজ্য শর্ত পূরণে সক্ষম হয়েছে এবং উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদন পেয়েছে। উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত রাখতে রপ্তানি পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ বাংলাদেশের

জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। বিগত দশকসমূহে শুল্কহার পরিবর্তন, পুনর্বিন্যাস ও যৌক্তিকীকরণের ক্ষেত্রে সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেয়া হলেও বিনিয়োগ সহায়ক একটি সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত ট্যারিফ পলিসির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। স্থানীয় শিল্পের সুষম বিকাশ, বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ, পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত ট্যারিফ পলিসির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ উদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি ২০২৩ প্রণয়ন করেছে এবং ১০ আগস্ট ২০২৪ তারিখে ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি ২০২৩ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি ২০২৩: গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

- ট্যারিফকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রবাহের নিয়ামক হিসেবে গণ্য করা;
- সম্পূরক শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন করকে 'বাণিজ্য নিরপেক্ষ কর' এ পরিণত করা;
- শর্ত সাপেক্ষে শুধুমাত্র রপ্তানির উদ্দেশ্যে উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাঁচামাল এর ওপর আরোপযোগ্য শুল্ক ও করের বিপরীতে শতভাগ ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে বন্ড সুবিধা প্রদান করা;
- দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে শুল্ক প্রতিরক্ষণ হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা;
- আমদানি পর্যায়ে মোট শুল্ক করের আপাতন হার পর্যায়ক্রমে হ্রাস;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে সংগতি রেখে ন্যূনতম আমদানি মূল্য (Minimum Import Value) ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা ইত্যাদি।

Organization of Economic Co-operation and Developemnt (OECD) কর্তৃক Production Transformation Policy Review (PTPR) এর মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। Production Transformation Policy Review of Bangladesh Investing in the Future of a Trading Nation শীর্ষক সমীক্ষার মাধ্যমে সরকারি, বেসরকারি খাত ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় "পরিবর্তনের জন্য বিনিয়োগ (Investment in Change)" এর মাধ্যমে সর্বসাধারণের সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে।

Trade Roadmap for Sustainable Graduation নামক সমীক্ষার মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য ১২টি খাতে উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ ও তা মোকাবিলায় পথ নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা'র আওতায় EIF হতে Aid for Trade এর অর্থায়নে Diagnostic Trade Integration Study Update (DTISU) নামক প্রকল্পের মাধ্যমে এ সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে Trade and Investment Co-operation Forum Agreement (TICFA) এর ৭ম সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় Production Sharing বিষয়ে বাংলাদেশ হতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা'র অধীন EIF হতে Aid for Trade এর অর্থায়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জুন ২০২৩ এ "Diagnostic Trade Integration Study Update (DTISU) (1st Revised)" ও "Export Diversification and Competitiveness Development Project (TIER II) (2nd Revision)" প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেছে।

২৬ ফেব্রুয়ারি-২ মার্চ ২০২৪ সময়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ত্রয়োদশ (১৩ তম) মিনিস্ট্রিয়াল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে 'WTO SMOOTH TRANSITION SUPPORT MEASURES IN FAVOUR OF COUNTRIES GRADUATED FROM THE LDC CATEGORY' গৃহীত হয়েছে। এর ফলে প্রথমবারের মত স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণকারী দেশের জন্য মসৃণ ও টেকসই উত্তরণে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণকারী দেশের প্রতি বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে সদস্য দেশসমূহ কার্যকর উত্তরণ পরবর্তী তিন বছর Particular Consideration ও Due Restraint অবলম্বন করবে। এই সময়ে স্বল্পোন্নত দেশের জন্য যে সকল কারিগরি সহায়তা ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম রয়েছে তা উত্তরণকারী দেশ স্বল্পোন্নত দেশের ন্যায় পাবে।